CHANNEL i

১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১ অক্টোবর ২০০৯ ১১ বছরে আমার চ্যানেল আই

بسم الله الرحمن الرحيم

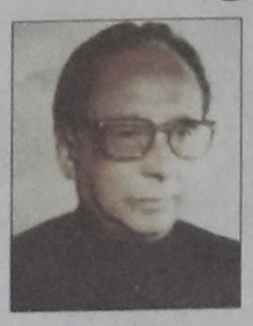

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'চ্যানেল আই' এর ১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ, বাক স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন আমাদের চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার, নির্মল বিনোদন ও কৃষি তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় চ্যানেল আই-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা ও দেশের প্রতি মমত্ববোধ নিয়ে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে চ্যানেল আই আগামী দিনে আরও কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'চ্যানেল আই' এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই'র একাদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত ও বিকাশের জন্য স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এজন্য আমাদের ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলে আমরা সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিলাম।

বর্তমান সরকার দেশে অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছি এবং এ আইনের আওতায় তথ্য কমিশন কাজ শুরু করেছে।

শুধু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান নয়, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং সঠিক তথ্য-উপাত্ত পরিবেশনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

পথচলার দশ বছর পেরিয়ে এসে চ্যানেল আই নিজস্ব নতুন ভবনে প্রবেশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি চ্যানেল আই'র অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা
এবং
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

বাণী

দশ বছর পূর্তি ও এগারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি চ্যানেল আই পরিবারের সকলকে এবং এর দর্শক-শ্রোতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই স্বাধীনতাকে অবারিত করতে আমরা কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এর সুফল সবাই পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ ভালো নেই। এ ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় দেশের মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দেশবাসীর প্রত্যাশা, চ্যানেল আই সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। একই সাথে দেশজ সংস্কৃতির বিকাশেও তারা আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

আমি চ্যানেল আই-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বেগম খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আই একাদশ বর্ষে পদার্পণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। সাফল্যের সাথে দশ বছর পার করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ, সচেতনতা সৃষ্টি ও গণতন্ত্রের বিকাশে টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আস্থাশীল ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়নে তাৎপর্যময় অবদান রাখতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার, নির্মল বিনোদন ও গ্রামনির্ভর অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেও টেলিভিশনের অবদান অতুলনীয়।

চ্যানেল আই টেলিভিশন সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টিতে যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে তা অনুসরণীয়। জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের রয়েছে মহান দায়িত্ব। আমার বিশ্বাস, এ দায়বদ্ধতা থেকেই চ্যানেল আই দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি সংরক্ষণসহ মনোমুগ্ধকর বিনোদন প্রদান করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আরো অবদান রাখবে। আমি আশা করি, চ্যানেল আই সরকারের ভালো কাজ জনগণের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে জাতি গঠনে অবদান রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল কালাম আজাদ, এম.পি

চ্যানেল আই আমাদেরকে আশান্বিত করে

মাহফুজ আনাম

চ্যানেল আই'র ১১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমার উপলব্ধি দর্শক হিসেবে আনন্দের, আর একজন সাংবাদিক হিসেবে তৃপ্তির। আনন্দের এই কারণে যে, আর সবার মতো আমিও একটি রুচিশীল দায়িত্বজ্ঞানশীল এবং সৃজনশীল টিভি চ্যানেল দেখার সৌভাগ্যবান দর্শক। যদিও আমি প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক তথাপি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নিউজ কাভারেজ-এর সফলতা দেখে আমি তৃপ্ত। সাংবাদিক হিসেবে গর্ববোধ করার দাবি রাখি এই কারণে যে, টিভি নিউজ সাংবাদিকতার আরেকটি নতুন দিক। আর সেই সংবাদ পরিবেশনে পরিপক্কতা এবং গভীরতা চ্যানেল আই দেখিয়েছে। সেটাই আমার তৃপ্তির মূল কারণ। আজকে মনে পড়ে চ্যানেল আই এর সেই ক্ষুদ্র আরম্ভ। সিদ্ধেশ্বরীর সেই ১ হাজার ৭শ' বর্গফুট আয়তনের একটি সাদামাটা অফিস যেখানে ছোট্ট একটি স্টুডিও, সিঁড়ির কোনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সেটের সরঞ্জাম– এরকম অবয়বে যাত্রা শুরু করে চ্যানেল আই। আজ ১০ বছর পর ৬৫ হাজার বর্গফুটের আধুনিক ভবন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সবকিছুতে তারা সুসজ্জিত। যাকে বলে একটি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন চ্যানেল। এই যে সাধারণ ক্ষুদ্র পরিধি থেকে আজকের বিশালতায় আগমন এই যাত্রার মধ্যে আমি বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশ ও বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাস দেখি। চ্যানেল আই'র ১০ বছরের যাত্রার মধ্যে নিহিত আছে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষুদ্র প্রারম্ভ থেকে পরিপূর্ণ অবস্থানে আসার ইতিহাস।

চ্যানেল আই-এর যাত্রায় অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তাদের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মান ধরে রাখার একটি প্রয়াস। শুরুতে তাদের অনুষ্ঠানে হয়তো চাকচিক্যের অভাব ছিল। ট্রান্সমিশন, ভিডিওগ্রাফি, সাউন্ড সবকিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল। তবে বিষয়বস্তুর মান ছিল উন্নত। বরাবরই তাদের মূল ফোকাস বাংলাদেশের সংস্কৃতি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, দৈনন্দিন সমস্যা এবং সাফল্য। সাধারণ মানুষের যে জীবন সংগ্রাম এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের যে ন্যায্য দাবি সেখানে চ্যানেল আই-এর রয়েছে আন্তরিক একাত্মতা যা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত। চ্যানেল আই'র ধারাবাহিক নাটকগুলোতে, বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং অবশ্যই তাদের বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান বা টক শো'তে এর ছাপ রয়েছে।

চ্যানেল আই খুব সচেতনভাবে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী, তাদের কাজ, তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের বীজ বপন করে। যা আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আস্থা সৃষ্টির প্রয়াস। এটি অনেক বড় কাজ। চ্যানেল আই-এর আলোচনা অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম তৃতীয় মাত্রা। যে অনুষ্ঠান সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ও সমকালীন বিষয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক ইস্যুগুলোর ভেতর বাইরের বিশ্লেষণ মানুষের কাছে নিবিড়ভাবে পৌঁছে যায়। আর সকল দল ও মতের গুরুত্ব এখানে সমান হওয়ায় একদিকে রাজনীতিক অঙ্গনে যেমন জবাবদিহিতার চর্চা শুরু হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে।

আমি চ্যানেল আই-এর ১১ বছরে পদার্পণের এই সময়ে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, তারা যখন ক্ষুদ্র ছিল তখনও যে মান বজায় রেখেছে এখন বিশালকার ধারণ করার পরও মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আরো যদি খোলসা করে বলি, চ্যানেল আই যখন আর্থিকসহ নানা ক্ষেত্রেই সংকটের ভেতরে ছিল সেই সময় আর তাদের সমৃদ্ধির এই সময়ের মধ্যে মানের কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। টেলিভিশনকে জনকল্যাণে ব্যবহার করার আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্রা ভাটা পড়েনি। যা দেশের মানুষের প্রতি গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতারই বহিঃপ্রকাশ। আর এর পেছনে অবশ্যই চ্যানেল আই-এর সব সাংবাদিক, শিল্পী, কর্মকুশলীসহ সকল স্টাফদের অপরিসীম পরিশ্রম ও নিষ্ঠা রয়েছে। এক্ষেত্রে আরো গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনার কথা। বিশেষ করে ফরিদুর রেজা সাগর এবং শাইখ সিরাজ। যারা ব্যক্তিগতভাবে টেলিভিশনের মানুষ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধ দুই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। ফরিদুর রেজা সাগর একজন লেখক এবং উঁচুমানের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব যখন টেলিভিশন পরিচালনায় হাল ধরেন তখন তা সন্দেহাতীতভাবেই উঁচুমানের নিশ্চয়তা দেয়। পর্দার আড়ালে থেকে কীভাবে একজন সংগঠক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তার উজ্জ্বল নিদর্শন ফরিদুর রেজা সাগর। তিনি সবকিছু করছেন তার অমায়িক ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। আর শাইখ সিরাজ তার নিজের কাজ দিয়েই দেশের মানুষের কাছে প্রিয় এবং প্রসিদ্ধ মানুষে পরিণত হয়েছেন। টেলিভিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে যে বিপুল অবদান রাখা যায় তার প্রমাণ শাইখ সিরাজ। তার নেতৃত্বে চ্যানেল আই সংবাদ বিভাগ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে টেলিভিশন সংবাদ প্রচারণায় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে। শাইখ সিরাজ চ্যানেল আই সংবাদে যে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের নিদর্শন রেখেছেন তা সবার জন্যই অনুকরণীয়। তিনিও ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ। যার নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহকর্মীদের উজ্জীবিত করা ও অনুপ্রেরণা যোগানোর দক্ষতা। তিনিই প্রথম টেলিভিশন সংবাদের গতানুগতিক চরিত্র ভেঙে উন্নয়ন সংবাদ তথা কৃষির সংবাদকে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক করেছেন চ্যানেল আই'র মাধ্যমে। এটি দেশাত্মবোধের এক বড় নজির।

চ্যানেল আই-এর আরেকটি বড় কৃতিত্ব দেশের বাইরে বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। ইতোমধ্যে দুবাইসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় বড় অনুষ্ঠান করছে তারা। যার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীব্যাপী দেশের গানবাজনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

আগামীতে চ্যানেল আইকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে মনে করি তা হচ্ছে, সংবাদ পরিবেশনায় আরো ব্যাপকতা আনতে হবে। ঢাকাকেন্দ্রিক সংবাদ পরিধির প্রাধান্যকে সত্যিকার অর্থে দেশব্যাপী করতে হবে। বলাবাহুল্য এখনও সংবাদ মূলত রাজনীতিকেন্দ্রিক। সংবাদের গুরুত্ব ও প্রাধান্যের মধ্যে দেশের অন্যান্য সেক্টরকে গুরুত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্প, বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখতে হবে। রাজনৈতিক সংবাদকে বিশ্লেষণমুখী করতে হবে। কয়েকজনের মুখের সামনে টেলিভিশনের মাইক্রোফোন ধরে সংবাদ তৈরির প্রচলিত প্রবণতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অবশ্যই বিশ্লেষণভিত্তিক সংবাদ তৈরির প্রবণতা তৈরি করতে হবে। চ্যানেল আই তার পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো খুব সহজেই করতে পারবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তা বিশ্বাস করি।

আজ বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যস্ত। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে দেশকে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তার জন্য দেশের মানুষকে প্রস্তুত করার অনেক দায়িত্ব গণমাধ্যমের ওপর। নীতিনির্ধারকদের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এ দায়িত্ব একই রকম। এক্ষেত্রে চ্যানেল আই নিজে উদ্যোগী হয়ে অনেক কাজ করছে এবং নতুন নতুন নজির গড়ছে যা আমাদের আশান্বিত করে। ইতোমধ্যে ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আই সম্মিলিতভাবে 'নদী বাঁচাও, ঢাকা বাঁচাও' শিরোনামে জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালিয়ে দৃষ্টান্ত গড়েছে। এমন কাজ আরো করতে হবে। আমি আশা করব সামাজিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে চ্যানেল আই আরো ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ নেবে।

সবশেষে আমি আশা করি চ্যানেল আই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অনুষ্ঠান এবং সংবাদে আরো উন্নততর প্রয়াস গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের অবদানের এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলবে।

সম্পাদক, ডেইলি স্টার

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শুভেচ্ছা

দশ বছর পেরিয়ে এসেছে বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় পরিবার চ্যানেল আই। ছয় মহাদেশে এখন চ্যানেল আই'র সাফল্যের অভিযাত্রা। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি যে যাত্রার পথে মূল পাথেয়।

বাংলা টেলিভিশনের কিংবা স্যাটেলাইট টেলিভিশন দুই ক্ষেত্রেই চ্যানেল আই'র যে ধারাবাহিক প্রয়াস এবং সাফল্য তার সঙ্গে আছে বাংলাদেশের হাজারো গুণী মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীলতার মিশ্রণ। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর ভাড়া নেয়া একটি ফ্লাটে ছোট পরিসরে একদিন পথচলা শুরু হয়েছিল চ্যানেল আই এর। বহু মানুষের ভালোবাসায় ধন্য চ্যানেল আই আজ প্রবেশ করেছে তার সুপ্রশস্ত নিজস্ব ভবনে। এটি শুধু চ্যানেল আই এর একার অর্জনই নয়, এ অর্জন বাংলাদেশের টেলিভিশন মিডিয়ার। গণমাধ্যম বিকাশের পথে এ এক মাইলফলক।

সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আমাদের সহযাত্রী। বিশেষ করে চ্যানেল আই'র সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা, কেবল অপারেটর বন্ধুরা, সর্বস্তরের শিল্পী-কলাকুশলীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের চিন্তাশীল শুভানুধ্যায়ী চ্যানেল আই এর প্রতিটি অগ্রযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজেদের। যা চ্যানেল আই এর সাফল্যের মূলমন্ত্র। আজ জন্মদিনের আনন্দে সবাইকে আমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা।

হৃদয়ে বিশ্বাস, হৃদয়ে বাংলাদেশ।

ফরিদুর রেজা সাগর

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের শুভেচ্ছা

চ্যানেল আই এর একটি প্রত্যয় আছে। হৃদয়ে বাংলাদেশ। এবার দশ বছর পেরিয়ে এসে হৃদয় থেকে যে কথাটি অকপটে বলছি তা হচ্ছে 'হৃদয়ে বিশ্বাস, হৃদয়ে বাংলাদেশ'। চ্যানেল আই এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি 'সবার চেয়ে দেশ বড়'। এই প্রত্যয় নিয়েই একে একে দশটি বছর পেরুনোর গর্বে গর্বিত আমরা। আমরা মানে ছয় মহাদেশের সকল স্তরের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, যাদের স্বপ্ন ও বাস্তবের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত চ্যানেল আই।

বিশ্বময় বাঙালির জয়গানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে চ্যানেল আই এর প্রতিটি অনুষ্ঠান। প্রতিটি গণমুখী উদ্যোগ। যেখানে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ আর দেশপ্রেমের কথা। রয়েছে গণতন্ত্র চর্চার বহুমুখী প্রয়াস। উন্নত দেশ ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণের পথে চ্যানেল আই'র ইতিবাচক কর্মতৎপরতা আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাবে এই প্রত্যাশা আমাদের।

এগারো বছরে পদার্পণের এই শুভদিনে চ্যানেল আই-এর সকল দর্শকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

আবদুল মুকিত মজুমদার বাবু

এনায়েত হোসেন সিরাজ

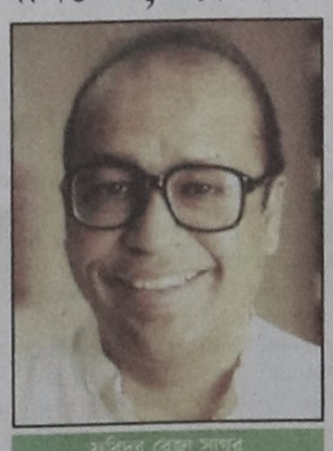
ফরিদুর রেজা সাগর

রবিউল ইসলাম

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

শাইখ সিরাজ